International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক

ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

উত্তরবঙ্গের লোকনাটক কুশান

ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া

লোকসংস্কৃতি ভাণ্ডারঘর বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম লোকনাটক কুশান। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ যথার্থই লিখেছে—"কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া রঙপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল।"[১] যে সংস্কৃতির ঐক্যের সন্ধান মেলে কুশান গানে। কুশানই (মূল গায়ক) রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের কাহিনিকে বিভিন্ন কুশান গানে ব্যবহার করেন। প্রাচীনকালে পুরাণের কাহিনি বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গীত হত। রাজবংশী সমাজে সেই পুরাণের গীতধারা তখনও ক্ষীণধারায় প্রবাহমান ছিল। তাইতো দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন—প্রাচীন রাজবংশী জাতি ও যোগীরা বাঙলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলি এখনও রক্ষা করে আসছেন। মধ্যযুগ থেকে কুশানকেন্দ্রিক রামায়ণের কাহিনি উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল। এই কুশান আসাম, রঙপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। আজও আছে। একসময় এই রামায়ণের কাহিনি বয়স্কদের কথাপকথনের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হত। তখন এই কাহিনি বর্ণনাকে বলা হত কিস্‌সা বা গল্প। সময়ের পরবর্তিনে গল্প মুখে মুখে বলার পাশাপাশি বাড়ির বাইরে, উঠানে বৈঠকী অভিনয় ও তালিম হতে থাকে। তারও পরে গ্রামবাসীরা নিজেরাই কাহিনির নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করতেন বাড়ির বাইরে—উঠোন। এক সময় বাড়ির লোকনাটক কুশান যাত্রাপালায় পরিণত হয়। লোকনাটক কুশান যাত্রাপালা দলগত প্রয়াস। তবে দলের কেন্দ্রে রয়েছে মূল কুশানী। কুশান নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। একদল মনে করেন—কুশান নামের বীজ রয়েছে কাহিনীর মধ্যে। কুশ ও লব রামচন্দ্রের সভায় বীণা বাজিয়ে সীতার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই লব-কুশের গানই কুশান গানের উৎপত্তির মূল ভিত্তিভূমি। রামচন্দ্রের সভায় কুশ-লবের পরিবেশিত রামায়ণের গান পরবর্তীকালে কুশান নামে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতটিই সার্বাধিক গ্রহণযোগ্য বয়স্কের কাছে। আবার একদল পণ্ডিত মনে করেন কুচবিহার রাজ্যের নামকরণের উৎপত্তির ইতিহাসে কোথাও কোথাও কুশ্‌বিহার পাওয়া যায়। তাদের ধারণা কুশান গানের ঘরানা ও প্রচার যেহেতু প্রধানত কুচবিহার রাজ্য ছিল। তাই হয়ত কুশবিহার থেকে কুশান নামকরণ হতে পারে। এই কুশানগানকে আসাম রাজ্যে ভারীগীতও বলা হয়। কুশান ও ভারীগীতের মধ্যে

সামান্য পার্থক্য চোখে পড়ে। উত্তরবঙ্গের এই বহুল প্রচলিত কুশানের দুটি ধারা ক) ব্যাণা কুশান, খ) দোতারা কুশান। এই বিভাজনের সাধারণ দুটি কারণ রয়েছে।

১। যে দলের মূল গায়ক বা কুশানী ব্যাণা নিয়ে আসর পরিচালনা করেন সেই দলকে বলা হয় ব্যাণা কুশান। আর যে দলের মূল গায়ক বা কুশানী দোতারা নিয়ে পালা পরিচালনা করেন সেই দলের নাম দোতারা কুশান। ব্যাণা একতারা বিশিষ্ট যন্ত্র যার সুর হৃদয়স্পর্শী। ব্যাণার মধ্যে চৌতালী, টিমা, ঢেউ, দোটুকী, নাগাম, দুনুড়ী, লোভা প্রভৃতি সুরের মায়াময় মাধুর্য দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অপরদিকে দোতারায় টিমা (দরিয়া) চটকা সুরই সৃষ্টি করে।

২। ব্যাণা অর্থাৎ বীণা কুশানের পালা রামায়ণের কাহিনিকে কেন্দ্র করে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাভারত থেকে এমনকি সামাজিক পালাও বর্তমানে ব্যাণা কুশানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ব্যাণা কুশানে উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল—জয়সূচক পালা—শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ। পরাজয়মূলক লোকনাটক—লক্ষ্মণের শক্তিশালি শেল, বীরত্বমূলক লোকনাটক লব-কুশের যুদ্ধ, শূদ্রক বধ, রাবণবধ, মহিরাবণ বধ। ভোগমূলক— লক্ষ্মণভোজন, শ্রীরামের বাস। ত্যাগমূলক পালা—দাতা হরিশ্চন্দ্র, রামের স্বর্গারোহণ। দুঃখমূলক লোকনাটক—রাবণবধ, মেঘনাদবধ, দস্যু রত্নাকর, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ, লব-কুশের পিতৃপরিচয়। সুখমূলক পালা—শ্রীরামের দুর্গাপূজা, শ্রীরামের বাস, বেতোবতীর উপাখ্যান, গোসানীমারী রাজাকন্তেশ্বর, গোসানীমঙ্গল। দোতারা কুশানের পালা লোকজ সমাজ। বাস্তব সমাজে যা ঘটে তাই পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য পালা হল—করিম বাদশা, লক্ষপতি সদাগর, দুবলা বালী, মরুচমতী কৈঞা, চন্দ্রাবলী ও কাটিয়া প্রভৃতি।

একসময় জমিদার, সামন্ত প্রভুদের উদ্যোগে লোকনাটক কুশান যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্ররোচনায় জমিদারতন্ত্র যখন অস্তিত্বের সংকটে তখন সম্ভ্রান্ত পরিবার দশংজাত বারোয়ারী প্রভৃতির উদ্যোগে কুশান যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আজও সেই ধারা প্রবাহিত। অধ্যাপক ভগীরথ দাস জানায়—"ধনী গৃহস্থের বাড়িতে বিয়ের দিনগুলিতে কুশান গানের আসর বসত। বিয়ের পরেই কুমারী নাম ঘুচিয়ে স্বামীর সাথে আজীবনের চলে যাওয়ার সাঙ্গে সীতার যে মিল সেই মিলকে সামনে রেখে বিয়ের আসরে কুশান ব্যাখ্যাত হত। এদিক থেকে রাজবংশী সমাজে কুশান প্রতিষ্ঠিত। কুবিহারে দুর্গাপূজা প্রচলনের আগে থেকেই কুশানের এই অন্যবিধ প্রথানুগ ব্যবস্থা ছিল, পূজা প্রচলন £öìœ

মণ্ডপের সামনে অকালবোধন সংশ্লিষ্ট কুশানের আসর বসতে শুরু করেছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গ একমাত্র গোসানীমারীতেই দুর্গামন্দির ছিল, কুশানীদের বিশ্বাস মন্দিরের নাটমন্দির তৈরীই হয়েছিল কুশান গানের জন্য।"[২]

কুশানের কাহিনী পৌরাণিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হলেও কুশানকে কেন লোকনাটক বলা হয়। এর কারণ সম্পর্কে লোক সংস্কৃতির বিশারদ শ্রদ্ধেয় রমণীমোহন বর্মা লিখেছেন—"লোকনাটকগুলির সঙ্গে সমান্তরাল যে লোকনাটক মঞ্চস্থ হত তা মূলত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে। পৌরাণিক কাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মঞ্চস্থ হওয়া অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় কুশান যাত্রাপালা। আঞ্চলিক আদলে যাত্রাপালাগুলির পরিবেশনশৈলীর প্রাধান্য থাকায় পৌরাণিক যাত্রাপালাও লোকনাটককে পরিচিতি ঘটেছে।"[৩] বাস্তবিক ব্যাণা কুশানের কাহিনী পুরাণকেন্দ্রিক হলেও তা পরিবেশনের গুণে তা লোকনাটকে পরিচিতি হয়েছে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ির গ্রামঞ্চলে প্রবীণ ব্যক্তিদের ধারণা কুশান গান শুনলে পুণ্য হয়। কুশানীরা কুশান গান সম্পর্কে জানায়—

শত শত্রুর মারিলে যতয় পাপ হয়।
এক গরুক মারিলে তত পাপ হয়।।
এক শতক গরু মারে যায় তার যতয় পাপ।
এক নারী মারিলে সেই অভিশাপ।।
একবার কুশানশুনি পুণ্যের হিসাবে।
পাপীতাপী সগারে হয় স্বর্গলাভ।।...

কুশান গানের মহিমা সম্পর্কে হেমন্তকুমার রায়বর্মা লিখেছেন—"গানগুলির মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণ পিতৃ-মাতৃ ভক্তি ভ্রাতৃশক্তি, প্রেম ভালোবাসা, পতি-পত্নি প্রেম ও কর্তব্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী শিক্ষা করিয়াছে।"[৪]

খোলা মাঠ, মন্দির প্রাঙ্গণ, মেলাস্থল, জমিদারের কাছারীবাড়ি, বড় বাড়ির বাহির-উঠান অর্থাৎ যেখানে দর্শক শ্রোতা বসতে পারবে সেখানে অভিনয়ের জন্য অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করা হয়। কলাগাছ বা বাঁশের খুঁটি দিয়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে মাটি কেটে উঁচু ঢিপি করে তৈরী করা হয়। শ্রোতাদের বসার জন্য শীতকালে খড় ও গরম কালে চট ব্যবহার করা হয়। অনেক শ্রোতা নিজেদের বসার জন্য চট বা খড় বাড়ি থেকে বহন করে নিয়ে যেত। প্রাচীনকালে মঞ্চ আলো করার জন্য হ্যান্ডার বীজের প্রদীপের ব্যবহার ছিল। তারপর এল ঠগাবাতি। এই ঠগাবাতি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ব্যবহৃত হত। এরপর শুরু হয়ে ডে-লাইট, ডে-লাইটের পর

হ্যাজাক। এখন জেনারেটারের মাধ্যমে মঞ্চে আলো করা হয়। মঞ্চে মূল গীদালের হাতে থাকে বীণা বা দোতারা। কুশানী গান ধরলে তার সঙ্গে সঙ্গত দেন দোয়ারী ও ছোকরা বা ছোকরীর দল। দোয়ারী হাতের চামর বা চামর দুলিয়ে মূল গায়ক অর্থাৎ কুশানীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে গান পরিবেশন করেন। দোয়ারী হেঁয়ালি ভাষায় কুশানীকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন আর মূল অর্থাৎ কুশানী গানের মাধ্যমে হেঁয়ালির উত্তর দেন। কুশানীর গানের পর দোয়ারি ও ছোকরারা ধূয়া ধরেন। ছোকরারা নাচের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের মঞ্চের দিকে মনোসংযোগ সৃষ্টি করেন। দোয়ারীর কাজ হল লোক হাসানো। মূল গায়ক ও দোয়ারী পালাগানের মধ্য দিয়ে আজকের লোকনাটক কি অভিনীত হবে তা দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন। এইভাবে আসর বন্দনার মধ্য দিযে কুশানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। এরপর লোকনাটক কুশান যাত্রাপালা শুরু হয়। কুশান লোকনাটককে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হয়—কুশানীর বীণা স্থানীয় ভাষায় ব্যাণা, খোল, কাসর, খমক, করতাল, বাঁশী, পাতি হারমনিয়াম, দোতারা প্রভৃতি। কুশান গানের কুশানী পরতেন ধুতি, লম্বা সাদা পাঞ্জাবী ও ঘাড়ে গামছা। এখন গামছার পরিবর্তে মাফলার। দোয়ারী পরতেন ধুতি ও গেঞ্জি। এখন গেঞ্জীর পরিবর্তে হাভহাতা শার্ট। ছোকরারা ঝুমুর তালে নাচতো, তবে এখন আধুনিক নাচের অঙ্গভঙ্গীও এসেছে। কুশানের প্রথম যুগে মেয়েদের উপস্থিতি ছিল না তাই ছেলেরা মেয়ে সেজে নৃত্য করত। তাই তাদের গলাবাঁধানো ব্লাউজ মাথায় খোঁপা বাঁধানো হত রঙীন ফিতে দিয়ে। মাতৃস্তন তৈরী করা হত পুরানো জামার পকেটে তুষ বা ন্যাকড়া ঢুকিয়ে। পায়ে ঘুঙুর পড়তো। যে ছোকরা বেশী দক্ষ তাকে প্রধান ছোকরা বা ডাইনা ছোকরা বলে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এখন ছেলেদের মেয়ে সাজতে হয় না। এখন ছোকরার পরিবর্তে এসেছে ছোকরী। ছোকরীদের রূপসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছেদে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। প্রথম যুগে অভিনয় ও শ্রোতাদের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান কি ছিল আমরা জানতে পারি বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। কয়েক দশক আগে সিতাইয়ে প্রবীণ গীদাল অর্থাৎ কুশানী স্বর্গীয় বসন্ত বর্মণ(৯৫) এর এক সাক্ষাৎ নিয়েছিলেন 'কালবৈশাখী' পত্রিকা সম্পাদক রমণীমোহন বর্মা। এক প্রশ্নের উত্তরে গীদাল বসন্ত বর্মণ জানিয়েছিলেন—"তিনি প্রপিতামহদের কাছে শুনেছিলেন, দোতারা বলো আর কুশানই বলো কোনো অভিনয়ে নারীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি গৃহস্থের বাড়িতে যাত্রার অনুষ্ঠান হলে শুধু মহিলাদের যৎকিঞ্চিত উপস্থিতি ঘটে। কমবয়সীরা এই যাত্রা দেখতো আড়ালে। দোলায়

আইসেক মাও সরেস্বতী রথে করিয়া ভর,
জৈ জোগারে আইসে মাগো মোর সভার ভিতর
মোর সভা ছাড়িয়ে যদি অন্যের সভায় যাইস
আরও কোনায় কিরা না দেং মা ধর্মের মাথা খাইস।
তুই হবু বটবৃক্ষ, মুই হৈম লতা
দুই চরণ বেড়িয়া ধরমো ছাড়িয়া যাবু কোথা।
ও হো হো আইসেক মাও মোর সরেস্বতী হায়...হায়।।

আসর বন্দনা, রাম বন্দনা কুশানীর মান অনুয়ায়ী আগে পিছে হয়। কুশানীর সিক্ষাগত যোগ্যতার উপর কুশানীর আসর বন্দনা, রাম বন্দনা বা সরস্বতী বন্দনার ভাষায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এরপর তাল পরিবর্তন করে গায়—

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ,
একবার তাড়া করিল তাল ভঙ্গ।
দেখিয়া করিল কোপ্ দেব পুরন্দর,
ভীষণ গর্বিতা তোরা হয়েছিলে মনে,
বন্দি হঞা থাক বিশ্বমিত্রার তপবনে।
চরণ ধরিয়া তারা করে যে ক্রন্দন,
কতকালে হবে বলো শাপ বিমোচন।
ইন্দ্র বলে বন্দি হঞা থাক তপবনে,
মুক্ত হবে হরিশচন্দ্র রাজা পরশনে।
যতকাল না পাইবে রাজা পরশন,
বন্ধ হঞা রবে সবে—কন্যা পঞ্চজন।

গানের ব্যাখা করতে করতে কুশানী আজকের লোকনাটক কুশান যাত্রাপালার শিরোনাম ঘোষণা করেন এবং মঞ্চের চর্তুদিকে প্রণাম করে আসর থেকে নেমে যান। শুরু হয় কুশান যাত্রাপালা রাজা হরিশ্চন্দ্রের অভিনয়। অনুরূপভাবে দোতারা কুশানেও ব্যাণা কুশানের আদলে গৌরচন্দ্রিকার মত গীত গাওয়া হয়। একটি দোতারা কুশানের সামাজিক পালা 'চন্দ্রাবলী ও কাটিয়া'য় দেখা যায় কাটিয়া ছিল চন্দ্রাবলীর পুস্তক বাহক। কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে তাকে শাস্তি দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। কপালগুণে কাটিয়া পার্শ্ববর্তী এক সন্তানহীন রাজা-রানীর পোষ্য হয়। সেই কারণে কাটিয়া পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের যুবরাজে পরিণত হয়। ঘটনা পরম্পরায় রাজকন্যা চন্দ্রাবলীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কাটিয়া সৎ। তাকে

বিনাদোষে দেশ ছাড়া করা হয়েছিল। কাটিয়া সৎ ও ধার্মিক। ভাগ্য ও ধর্মের জোরে সে রাজা হয় এবং যে দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হয়েছিল, সেই দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে। এইভাবে এক করুণ কাহিনির মধুর সমাপ্তিতে। দোতারা কুশান যাত্রাপালা হয় কান্তেশ্বর রাজা পালা অর্থাৎ 'গোসানীমারী রাজা কান্তেশ্বর'। যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের উপরে তারা ছোটবেলা অতি অবশ্যই কান্তেশ্বর রাজার কাহিনী অবলম্বনে কুশান যাত্রা শুনেছেন যদি কুচবিহার জলপাইগুড়ি বাসিন্দা হয়ে থাকেন। কান্তেশ্বর রাজার কাহিনী অবলম্বনে কুশান যাত্রাপালা করার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কুশানী স্বর্গীয় ললিত বর্মণ। যাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লালন পুরষ্কারে ভূষিত করেন।

ব্যাণা কুশান ও দোতারা কুশানের পার্থক্য শ্রোতাদের মধ্যে দেখা যায়। দোতারা কুশানের সামাজিক পালার গ্রামে গঞ্জে বেশী চাহিদা। আবার ব্যাণা কুশানের পুরাণকেন্দ্রিক পালা শহর ঘেঁষা অঞ্চলে বেশী চাহিদা। কারণ শিক্ষিত সমজদার দর্শক শ্রোতারা রামায়ণের কাহিনী শুনতে বেশী পছন্দ করতেন। যে কুশানী যত শিক্ষিত হবে তার মুখের ভাষা ততটাই মার্জিত বিষয়ানুগ ও তথ্যসমৃদ্ধ হবে। অপরদিকে দোয়ারী বা অন্য চরিত্র অভিনয় করার সময় মুখের ভাষায় আঞ্চলিকতার প্রাধান্য দেখাযায়। আমার ছোটোবেলায় কুশান গানে নরক বা লড়াই দেখতে পেতাম। নরক বা পারাপারি অর্থাৎ দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। যে কুশান দলের মঞ্চের পাশে যতবেশী লোক সারারাত ধরে থাকত সেই দলকে বিজয়ী দল ধরা হত। প্রাচীন কুশানে নরক চলাকালীন একদলের মূল গায়ক তার প্রতিযোগিতা অন্য কুশান দলের অভিনেতাকে অভিনয় করার সময় মন্ত্রপূত বাণ মেরে অচৈতন্য করে দেয়। তারফলে প্রতিযোগিতা আরো জমে ওঠে। কুশান যাত্রাপাল দেখতে দেখতে হঠাৎ দর্শকের মতে ভিন্ন স্বাদ বা মনোবল সৃষ্টির জন্য অভিনয় বিষয় বর্হিভূত প্রসঙ্গ উত্থাপন জরুরী হয়ে পড়ে। তখন কুশান পালার বিষয় ব্যতিরেকে ভিন্ন ধরণের গান পরিবেশনে রেওয়াজ ছিল। এইরূপ গানকে খোসা গান বলা হয়। যেমন মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে 'দাতা কর্ণ' কুশান যাত্রাপালা। এই লোকনাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। যে খোসা গানগুলিই পরবর্তীকালে ভাওয়াইয়া রূপ নিয়ে উত্তরবঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি কুশান গানের এই খোসা গান থেকে। খোসা গানের মাধ্যমে কুশানীরা একদিকে তাৎক্ষণিক দর্শক শ্রোতাদের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার বা অন্য স্বাদ দেওয়ার যেমন চেষ্টা করেন, তেমনি এই গানের মধ্য

দিয়ে লোকজসমাজ, লোকভাষা, লোকসুরকে সর্বসাধারণের গ্রহণ যোগ্যতার মানদণ্ডে তুলে আনে।

আইলেক মাও মোর সরস্বতী রথেক করিয়া ভর
জয় জোগাড়ে নামিয়া আইলেক মাও
মোর সভা ছাড়িয়া যাও যদি মাও অন্য সভা যাবু
আর কিছু কিরা নেদেং ধর্মের মাথা খাবু।
পুবে রাজা বন্দী যাব ভানু ভাস্কর
উত্তরে কাকীলা বন্দী দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে বান্দিয়া গেল পারুয়া মোকাম
আমি হাজার পীর বন্দং এ সবার ভিতর।

সরস্বতী বন্দনা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনাও করা হয়। এরপর দোয়ারী এবং কুশানীর প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে দোয়ারি লোকনাটকের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কুশানী কুশান যাত্রাপালা শুরুর আগে গৌরচন্দ্রিকার মতো পালাগান গান ধরেন। যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালার শুরুতে গাওয়া হয়—

হায়রে! শোনো শোনো শোনো সগায়ে
শোনো দিয়া মন
রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা করিব বর্ণন
হরিতের পুত্র হরিহে বীজ নাম ধরে
তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সব দেশ
স্বরূপে প্রভাতে রাজা করিল প্রবেশ।
পিতৃ মাতৃ পরে হরিশ্চন্দ্র হন রাজা
পুত্রের সমান পালে—অযোধ্যার প্রজা
সোমদত্ত রাজকন্যা নাম তার শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা।
পাইয়া সুন্দরী জায়া অন্তরে উল্লাস
তাহার হইলে পুত্র নাম রুহিদাস।

মাঝখানে জিরানী অর্থাৎ দোয়ারী, ছোকরা-ছোকরী, পালি প্রমুখ সবাই মিলে সমাজের কৌতুকর ঘটনা, রীতিনীতি প্রভৃতি নিয়ে হাস্যকৌতুক গান পরিবেশন করেন। এরপর কুশানী আবার শুরু করেন—

দিয়ে লোকজসমাজ, লোকভাষা, লোকসুরকে সর্বসাধারণের গ্রহণ যোগ্যতার মানদণ্ডে তুলে আনে।

আইলেক মাও মোর সরস্বতী রথেক করিয়া ভর
জয় জোগাড়ে নামিয়া আইলেক মাও
মোর সভা ছাড়িয়া যাও যদি মাও অন্য সভা যাবু
আর কিছু কিরা নেদেং ধর্মের মাথা খাবু।
পুবে রাজা বন্দী যাব ভানু ভাস্কর
উত্তরে কাকীলা বন্দী দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে বান্দিয়া গেল পারুয়া মোকাম
আমি হাজার পীর বন্দং এ সবার ভিতর।

সরস্বতী বন্দনা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনাও করা হয়। এরপর দোয়ারী এবং কুশানীর প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে দোয়ারি লোকনাটকের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কুশানী কুশান যাত্রাপালা শুরুর আগে গৌরচন্দ্রিকার মতো পালাগান গান ধরেন। যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালার শুরুতে গাওয়া হয়—

হায়রে! শোনো শোনো শোনো সগায়ে
শোনো দিয়া মন
রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা করিব বর্ণন
হরিতের পুত্র হরিহে বীজ নাম ধরে
তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সব দেশ
স্বরূপে প্রভাতে রাজা করিল প্রবেশ।
পিতৃ মাতৃ পরে হরিশ্চন্দ্র হন রাজা
পুত্রের সমান পালে—অযোধ্যার প্রজা
সোমদত্ত রাজকন্যা নাম তার শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা।
পাইয়া সুন্দরী জায়া অন্তরে উল্লাস
তাহার হইলে পুত্র নাম রুহিদাস।

মাঝখানে জিরানী অর্থাৎ দোয়ারী, ছোকরা-ছোকরী, পালি প্রমুখ সবাই মিলে সমাজের কৌতুকর ঘটনা, রীতিনীতি প্রভৃতি নিয়ে হাস্যকৌতুক গান পরিবেশন করেন। এরপর কুশানী আবার শুরু করেন—

সুখে রাজ্য করে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রের হইল কিছু শোনা সম্প্রতি।
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চাকন্যা নৃত্য করে—প্রথমে যুবতী।
আবার জিরানি—
ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে।।...

লোকনাটক লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম অথচ যারা এই লোকনাটক পরিবেশন করত বা করে সমাজের ভদ্রজনেরা তাদের একটু হলেও অবজ্ঞার চোখে দেখে। সমাজের মূলস্রোত থেকে তারা যেন ছিল কিছুটা অচ্ছুৎ। সাধারণ মানুষের কাছে তারা যে ভিন্ন প্রজাতির মানুষ। দলের ছোকরাদের মধ্যে কেউ কেউ সমকামী থাকত। পরবর্তীকালে অভিনয় জগতে মেয়েদের প্রবেশ করার পর মুল গায়ক ও দোয়ারীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ সহজে ওঠে। কুশান দলের শিল্পীদের বিরুদ্ধেও অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ সহজে ওঠে। কুশান দলের শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ যে সবটাই মিথ্যে নয় তারও প্রমাণ মেলে। বিখ্যাত কুশানীরা হলেন—ঝাপুরা গিদাল, ললিত কুশানী, বসন্ত গিদাল, কালী গিদাল, সুশীল কুশানী, হবিন গিদাল, রাজকুমার গিদাল, হরিশ অধিকারী, ঝাপুরা কুশানী, লোমান মিয়া, ঢেপরা কুশানী, সিরাজুল ইসলাম, মহিম কুশানী, বিনয় বর্মণ প্রমুখ।

বিশ্বায়নের দাপটে মানুষের রুচিবোধ পরিবর্তন ঘটেছে। গত দশ বছরে একটি কুশানী যাত্রাদল মানুষের মনোযোগ সৃষ্টির জন্য দলের নাম বদল করেছে অন্তত পাঁচ ছয় বার। যেমন রামজীবনী কুশান নাট্যসংস্থা হয়েছে মিলনতীর্থ নাট্য সংস্থা। তেমনি ভাবে এসেছে মা কালী কুশান নাট্য সংস্থা প্রভৃতি। তবে কুশান যাত্রাপালাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। দিনহাটার বুড়ির মেলায় অনুষ্ঠিত হয় 'ভাদু ওয়েলভেয়ার কুশান নাট্য কোং' এর দুটি সামাজিক কুশান যাত্রাপালা কাননকুমার মাইতি রচিত 'কাঁদছে স্বাধীনতা হাসছে জনতা' অপরটি উকিল বর্মণ রচিত 'সাধু জানে না ভাদুর মানে' এই দলের মুল গায়ক মহিম বর্মণ। কুশান যাত্রাপালা উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকার জন্য যতই বিশ্বায়নের প্রভাব আসুক না কেন কুশান গানের মাদকতা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১। উত্তরবঙ্গ নামের সন্ধানে, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, পৃ-১১।
২। উত্তরের গান ঐতিহ্যের কুশান, ভগীরথ দাস, মুক্তচিন্তা সাহিত্য অনুশীলন কেন্দ্র চাঙরাবান্ধা, কুচবিহার। পৃ-১১।
৩। কালবৈশাখী (উন্নয়ন ও লোক সংস্কৃতি সংখ্যা-১), ৩৪বর্ষ ১৬জুন ২০১৪, সম্পাদক রমণীমোহন বর্মা, পৃ-৬।
৪। কুচবিহারের ইতিহাস, হেমন্ত কুমার রায় বর্মা, প্রকাশক প্রণতি বুকস্,বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার। পৃ-৩৩।
৫। কালবৈশাখী (উন্নয়ন ও লোক সংস্কৃতি সংখ্যা-১), ৩৪বর্ষ ১৬জুন ২০১৪, সম্পাদক রমণীমোহন বর্মা, পৃ-৩।

সহায়ক গ্রন্থ—

১। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি—সম্পাদক দিগ্বিজয় দে সরকার, পত্রলেখা, কোলকাতা-৯।
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন।